গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা
www.facebook.com/emrdbmd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭–২০১৮

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

প্রকাশকাল
২৮ আগস্ট, ২০১৮ খ্রি.

প্রকাশক
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ই-মেইলঃ info@bomd.gov.bd
www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা
www.facebook.com/emrdbmd

নির্দেশনায়
জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

সম্পাদনা কমিটি
১. জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক
২. এস. এম. আশরাফুল আবেদীন আশা, সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)
৩. জনাব মোঃ আব্দুল আলীম, সহকারী পরিচালক
৪. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য সরকার সমূদ্রে অর্জিত এলাকাসহ সমগ্র দেশে খনিজ সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিএমডি তেল ও গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য খনিজ সম্পদের উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ সুনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, বিএমডি খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ কার্যক্রমের তদারকি, রয়্যালটি ধার্য ও আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে। আমি আশা করি, বিএমডি-এর সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে দেশ উন্নয়নে গঠনমূলক অবদান রাখবে।

আমি, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

নসরুল হামিদ, এমপি

আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমি মনে করি বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে বিএমডির সার্বিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এবং দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

দারিদ্র বিমোচন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। বিএমডি খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা) মাধ্যমে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়লা, কঠিন শিলা, পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সাদামাটি এবং সিলিকা বালু। যা দেশের রাস্তা-ঘাট, দালান-কোঠা, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নানা প্রকার তৈজষপত্র, সিরামিক সামগ্রী, টাইলস্ ও গ্লাস শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রতিবেদনে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন সাধনে বিএমডি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিম)

মো: আব্দুল কাইয়ূম
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মুখবন্ধ

দারিদ্র বিমোচন ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদ এবং জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন), আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের আলোকে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) দেশে প্রাপ্ত সকল খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের জন্য খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদানের মাধ্যমে উত্তোলিত খনিজ হতে সরকারের প্রাপ্য রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করে থাকে। বিএমডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিএমডি'র কার্যক্রমকে আরও বেশি জনবান্ধব, সেবামুখী ও গতিশীল করতে শুন্য পদে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণসহ ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিএমডি'র কার্যাবলি, প্রতি বছরের সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রম, বাস্তবায়িত উদ্যোগ/কর্মসূচি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ, রাজস্ব আয়, দাপ্তরিক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য সন্নিবেশ করে জনগণকে জানানোর জন্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে অর্থবছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএমডি'র ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি, অর্জন এবং কর্মপরিকল্পনা সংবলিত এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হ'ল। এ প্রতিবেদন থেকে গত এক বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলে বিএমডি কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে তার ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদন সম্পর্কে কোনও দিকনির্দেশনা, মতামত/পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। বিএমডি'র বার্ষিক প্রকাশনা পুস্তকটি বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনভিত্তিক করার বিষয়ে গঠনমূলক দিকনির্দেশনা, মতামত ও পরামর্শ যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত বিএমডি'র কার্যক্রমকে আরও সেবাবান্ধব, বেগবান, ফলপ্রসু এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মো: আব্দুল কাইয়ূম

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র পরিচিতি	০৭
০২	প্রধান কার্যাবলি	০৭
০৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	০৭
০৪	সাংগঠনিক কাঠামো	২৩
০৫	জনবল কাঠামো	২৪
০৬	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা	২৫
০৭	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত কমিটি	২৮
০৮	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি	২৯
০৯	দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ	৩২
১০	কয়লা	৩৩
১১	পিট	৩৪
১২	কঠিন শিলা	৩৪
১৩	সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর	৩৫
১৪	সিলিকা বালু	৩৭
১৫	সাদামাটি	৩৮
১৬	খনিজ বালু	৪০
১৭	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি গেজেটভুক্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে কোয়ারি ইজারা প্রদানের তথ্য	৪১
১৮	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট এবং ব্যয় বিবরণী	৪২
১৯	খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন বন্ধে বিএমডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৪৪
২০	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৪৫
২১	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন	৪৬
২২	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-১৮	৪৯
২৩	২০১৭-১৮ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র উল্লেখযোগ্য অর্জন	৫০
২৪	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অন্যান্য অর্জন	৫৩
২৫	বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের আয় ও ব্যয়ের চিত্র	৫৩
২৬	সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ	৫৩
২৭	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫৪
২৬	উপসংহার	৫৪

১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন এ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

২.০ প্রধান কার্যাবলি

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(খ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর।

(ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত।

(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(জ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

৩.১ ভিশন ও মিশন

ভিশন: নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত খনি ও খনিজ সম্পদ।

মিশন: খনি ও খনিজ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থপনার মাধ্যমে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠন, শিল্পায়ন, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

৩.২ প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

৩.২.১ নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার নিমিত্ত সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদনপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা প্লান/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্লান; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পার্সপোর্ট সাইজের ছবি; (ঙ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ছ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ (দুই) কপি সংঘ স্মারক ও সংঘ	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত) মোবাইল: ০১৭১৬ ৩২৫৮৩২ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা অংশীদারি দলিল বা সমমানের যে কোন আইনানুগ প্রমাণপত্র; (জ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোম্পানির নিবন্ধনের সনদ।			

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২	খনি ইজারা প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/ কর্মকর্তার মাধ্যমে খনি ইজারার জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে খনি ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মান চিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্লান; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি; (ঙ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দু'টি করে কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত) মোবাইল: ০১৭১৬ ৩২৫৮৩২ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। মোসা: মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) মোবাইল: ০১৭২২ ৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd ৩। জনাব মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) মোবাইল: ০১৭৩৭ ৭৭৭৩০৫ E-mail: adgeophy@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ। **খনি ইজারার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দলিলপত্র ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হয়, যথাঃ** (ক) খনিজ সম্পদ আহরণ এবং পরিচালনার জন্য কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ খনি খনন পরিকল্পনা; (খ) খনি খনন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা: (১) খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিতব্য ব্যয়ের বিবরণ; (২) এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক বিবরণসহ খনিজের মজুদ প্রদর্শন পূর্বক ১ (এক) সেন্টিমিটার: ১ (এক) কিলোমিটার স্কেলের মানচিত্র;			

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			(৩) অবস্থান, প্রধান মজুদসমূহের বিবরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতাত্ত্বিক কাঠামো বা বেসিনের আকার প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; (৪) সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বা সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ; (৫) ন্যূনতম উৎপাদন হার; (৬) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ খনন পদ্ধতি; (৭) খনি খননের বিভিন্ন স্তরে কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের বিবরণ; (৮) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা যেমন: গুদাম এবং ল্যাম্প রুম, ওয়ার্কশপ, খনিজ উপযোগীকরণ প্লান্ট, অফিস, আবাসন ও বিনোদন স্থান ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; এবং (৯) খনি খনন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য ব্যয়। (গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২-এর অধীন প্রদেয় রয়্যালটি, বাৎসরিক ফি ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান নিশ্চিত করার জন্য দফা (খ) এর অধীন দাখিলকৃত খনি খনন পরিকল্পনায় উল্লিখিত সম্ভাব্য ব্যয়ের ৩% ব্যাংক গ্যারান্টি; এবং (ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি)।			

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (ক)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (গেজেটভুক্ত সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমি)	**সরকারি খাস খতিয়ান ভুক্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি সমূহ ১লা বৈশাখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র জারির পর প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা প্রদানের সুপারিশ ব্যুরোতে প্রেরণ করে। ব্যুরো কর্তৃক উক্ত সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য সরকার তথা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকার কর্তৃক ইজারা অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আয়কর এবং বিধি মোতাবেক নিরাপত্তা জামানতের অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজ পত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ও সরকারি অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতার সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদনপূর্বক ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।				

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩ (খ)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি)	**ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিধি মোতাবেক যথার্থ কিনা তা যাচাই-বাছাই করে যথার্থ হলে বিধি মোতাবেক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর বিএমডি, জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আবেদনকৃত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে জমির মালিকানা, ধরন ইত্যাদি যাচাই-বাছাই এবং স্থানীয় বাজার দর মোতাবেক কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সকল কাগজপত্রসহ ধার্যকৃত মূল্যে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য সরকার তথা জ্বালানি ও	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তা হলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ প্লান; (গ) মালিকের নামসহ আবেদন কৃত জমির তফসিল; (ঘ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি (ঙ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের একটি সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি। (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের হালনাগাদ/	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত) মোবাইল: ০১৭১৬ ৩২৫৮৩২ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) মোবাইল: ০১৭১২ ৩১১৪৩৩ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd ৩। জনাব মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) মোবাইল: ০১৭৩৭ ৭৭৭৩০৫ E-mail: adgeophy@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, নিরাপত্তা জামানত ও সরকারি অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারীর সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	কার্যকর; পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি.আই.এন. সনদ; (ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ; (ঞ) ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একজন পরামর্শক ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩ (তিন) কপি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন।			
৩ (গ)	সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান	গেজেটে প্রকাশিত খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই এর কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ যাছাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনপত্র সমূহের	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র; (খ) আবেদন ফরম ক্রয়ের ১০০০ (এক হাজার) টাকার চালানের মূল কপি; (গ) ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ জমাকৃত চালানের মূলকপি; (ঘ) পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি; (ঙ) ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদের সত্যায়িত কপি; (চ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি; ছ) টি.আই.এন. এর সত্যায়িত কপি;	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	জনাব মো: মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর আবেদনকৃত কোয়ারি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যাছাই-বাছাই করে এলাকা চিহ্নিত করে এলাকার চতুর্সীমা নির্ধারণক্রমে মনিটরিং কমিটি ইজারার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন বিএমডি বরাবরে দাখিল করে। মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাদামাটি পাওয়া গেলে জমির মালিক সাদামাটি ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে জমির মালিক বা মালিকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার অনুকূলে কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা করা হয়।	(জ) মৌজা ম্যাপ ৩ (তিন) কপি; (ঝ) টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ৩ (তিন) কপি; (ঞ) ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি; (ট) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর প্রত্যয়নপত্র; (ঠ) নামজারির সত্যায়িত কপিসহ জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে); আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করে তা বিএমডিতে দাখিল করতে হয়। অন্যথায় আবেদনকারীর অনুকূলে কোনক্রমে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা হয় না।			

৩.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd
২	দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান এবং ইজারা অনুমোদন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ।	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ ব্যুরোতে প্রেরণ করার পর কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	জেলা কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩	কোয়ারি ইজারা মূল্য নির্ধারণ	ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত পত্র।	বিনামূল্যে	প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd
৪	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী এবং জেলা কমিটির চাহিদা মোতাবেক।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd
৫	খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।	সময়ে সময়ে সরকারের জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য/উপাত্ত প্রেরণ করা হয়।	বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৬	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত।	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আদেশ বাস্তবায়ন, সময়মত দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপিল দায়েরের জন্য সলিসিটর উইংকে তথ্য প্রেরণ।	রুলের সার্টিফাইড কপি, আরজির কপি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রপ্তির ০৭ কার্য দিবস বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd

৩.২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বেতন ভাতাদি প্রদান	সি.এ.ও. এর বেতন নির্ধারণী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	বিল ভাউচার খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	বিনামূল্যে	সি.এ.ও. কর্তৃক বিল পাশ সাপেক্ষে অনতি-বিলম্বে	জনাব মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক ফোনঃ ৯৩৩২৬৬৩, মোবাইল: ০১৭১১-২৮৫৮০৪ E-mail: ad@bomd.gov.bd
২	কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	বিনামূল্যে	বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd
৩	ছুটি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা)	সি.এ.ও. এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সি.এ.ও. এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদনপত্র খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	বিনামূল্যে	আনুষঙ্গিক প্রাপ্তির পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd
৪	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/ পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	বিনামূল্যে	মনোনয়ন আদেশ জারির পর সিডিউল অনুযায়ী	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd

৩.২.৪ আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

প্রযোজ্য নয়।

৩.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৬১৯৪ E-mail: director@bomd.gov.bd	তিন মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	জনাব মো: জিল্লুর রহমান চৌধুরী যুগ্মসচিব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ফোন: ৯৫৭১১২৫ E-mail: zillurchy@gmail.com	এক মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

৩.৪ আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র) প্রত্যাশা

ক্র. নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল ম্যাসেজ/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৫	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা।

৪.০ সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক

০১ * মহাপরিচালক
০১ * সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ
০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

পরিচালক

০১ * পরিচালক
০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ
০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)

০১ * উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)
০১ * সহকারী পরিচালক
০১ * সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
০১ * তত্ত্বাবধায়ক
০১ * হিসাবরক্ষক
০২ * অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
০২ * ড্রাইভার
০১ * জারিকারক
০২ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
০২ * নিরাপত্তাকর্মী
০১ * পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * পরিচালক (খনি ও খনিজ)
০১ * কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ
০১ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)

০১ * উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)
০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)
০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)
০১ * সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)
০১ * উচ্চমান সহকারী
০১ * ড্রাফটসম্যান
০১ * সার্ভেয়ার
০১ * ল্যাব এসিসট্যান্ট/ টেকনিশিয়ান
০৩ * অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
০২ * অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

৫.০ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
০১	মহাপরিচালক	০১	-
০২	পরিচালক	০১	০১
০৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
০৪	উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	-
০৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	০১
০৬	সহকারী পরিচালক	০১	০১
০৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
০৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
০৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	-
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাব রক্ষক	০১	-
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	-
১৬	সার্ভেয়ার	০১	-
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	-
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	-
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	-
২০	ড্রাইভার	০২	-
২১	অফিস সহায়ক	০২	০২
২২	জারিকারক	০১	০১
২৩	অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	-
২৫	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১
	মোট	৩৮	১৪

৬.০ বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি ফোন নম্বর ও ই-মেইল
০১		**জনাব মো: আব্দুল কাইয়ূম** পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন: ৯৩৪৬১৯৪ মোবা: ০১৭১১-৮৪৯৮৫১ ফ্যাক্স: ৯৩৩৪২১৫ director@bomd.gov.bd
০২		**জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর** উপপরিচালক (সংযুক্ত) ০১৭১৬-৩২৫৮৩২ ddmine@bomd.gov.bd
০৩		**জনাব মো: মামুনুর রশীদ** উপপরিচালক ০১৭১২-৭৭৯৬২৬ ddadmin@bomd.gov.bd
০৪		**এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা** সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত) ০১৭১২-৩১১৪৩৩ adgeochem@bomd.gov.bd
০৫		**জনাব মো: আব্দুল আলীম** সহকারী পরিচালক ফোন: ৯৩৩২৬৬৩ মোবাইল: ০১৭১১-২৮৫৮০৪ ad@bomd.gov.bd

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি ফোন নম্বর ও ই-মেইল
০৬		**জনাব মো: মাহফুজুর রহমান** সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ) ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ adgeophy@bomd.gov.bd
০৭		**মোসা: মাহবুবা খাতুন** সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ০১৭২২-৬২০০৪১ adgeo@bomd.gov.bd
০৮		**জনাব মো: লিয়াকত হোসেন মিয়া** তত্ত্বাবধায়ক (চ.দা) ০১৯৪০-৩৭২১৮২
০৯		**বেগম মেহেরুন্নেছা** উচ্চমান সহকারী ০১৯১৭-৭১৫৫৬৮
১০		**বেগম রেহানা পারভীন** অফিস সহায়ক ০১৯২৫-০০৭০৪৩
১১		**সালমা বেগম** অফিস সহায়ক ০১৯৩২৪২৯৭০০

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি ফোন নম্বর ও ই-মেইল
১২		**মো: রফিকুল ইসলাম** জারীকারক ০১৭২৪-৩৯১৬৮২
১৩		**মো: আব্দুল আজিজ** অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭২৪-১০৭৫২৭
১৪		**মো: কামাল হোসেন** অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭৬১ ৫২৩ ৬১৫
১৫		**মো: মেহেদী হাসান** অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭৫৫-৯৬৯৪৩৭
১৬		**মো: নাসির উদ্দিন সজিব** পরিচ্ছন্নতা কর্মী ০১৭৬০-৯২৫১১৯

৭.০ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত কমিটি

৭.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

৭.১.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত) গঠিত কমিটি

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (শুধু ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.১.২ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহের (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) জন্য গঠিত কমিটিঃ

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
০৯	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১০	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.২ সাদামাটি কোয়ারির ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি

৭.২.১ সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত জেলা মনিটরিং কমিটি

১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহবায়ক
২	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৪	পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বর্ডারগার্ড অব বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য সচিব

৮.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

৮.১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১	মো: আব্দুল কাইয়ূম, পরিচালক	আহবায়ক
০২	মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য
০৩	মো: মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক	সদস্য
০৪	এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা, সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য
০৫	মো: মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য
০৬	মোসা: মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য
০৭	মো: আব্দুল আলীম, সহকারী পরিচালক	সদস্য সচিব

৮.২ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ লক্ষ্য অর্জন এর জন্য গঠিত "এপিএ" কমিটি

০১	পরিচালক	আহবায়ক
০২	উপপরিচালক	সদস্য
০৩	সহকারী পরিচালক	সদস্য
০৪	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য
০৫	সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য সচিব

৮.৩ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	যোগাযোগের ঠিকানা
০১	মো: আব্দুল কাইয়ূম পরিচালক (যুগ্মসচিব)/ফোকাল পয়েন্ট	ফোন: ৯৩৪৬১৯৪ মোবা: ০১৭১১-৮৪৯৮৫১ director@bomd.gov.bd
০২	মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক/সহকারী ফোকাল পয়েন্ট	৯৩৩২৬৬৩ ০১৭১১-২৮৫৮০৪ ad@bomd.gov.bd

৮.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'

০১.	মো: আব্দুল কাইয়ূম, পরিচালক (যুগ্মসচিব)	সভাপতি
০২.	মো: মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক	সদস্য
০৩.	মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য
০৪.	এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা, সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য
০৫.	মো: আব্দুল আলীম, সহকারী পরিচালক	সদস্য
০৬.	মো: মাহফুজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য
০৭.	মোসা: মাহমুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব

৮.৫ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র গঠিত 'ইনোভেশন টিম'

নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
মো: মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	চিফ ইনোভেশন অফিসার	৯৩৪৩৬৬৮ ০১৭১২-৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপপরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য	০১৭১৬-৩২৫৮৩২	ddmine@bomd.gov.bd
এস.এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	সদস্য	০১৭১২-৩১১৪৩৩	adgeochem@bomd.gov.bd
মো: আব্দুল আলীম সহকারী পরিচালক	সদস্য	৯৩৩২৬৬৩ ০১৭১১-২৮৫৮০৪	ad@bomd.gov.bd
মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	সদস্য	০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫	adgeophy@bomd.gov.bd
মোসা: মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব	০১৭২২-৬২০০৪১	adgeo@bomd.gov.bd

৮.৬ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই মেইল
এস. এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	০১৭১২-৩১১৪৩৩ adgeochem@bomd.gov.bd

৮.৭ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই মেইল	মন্তব্য
এস. এম. আশরাফুল আবেদীন আশা সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	০১৭১২-৩১১৪৩৩ adgeochem@bomd.gov.bd	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জনাব মো: মাহফুজুর রহমান সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১৭৩৭ ৭৭৭৩০৫ adgeophy@bomd.gov.bd	বিকল্প কর্মকর্তা

৯.০ দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু ইত্যাদি। বিএমডি কর্তৃক বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়।

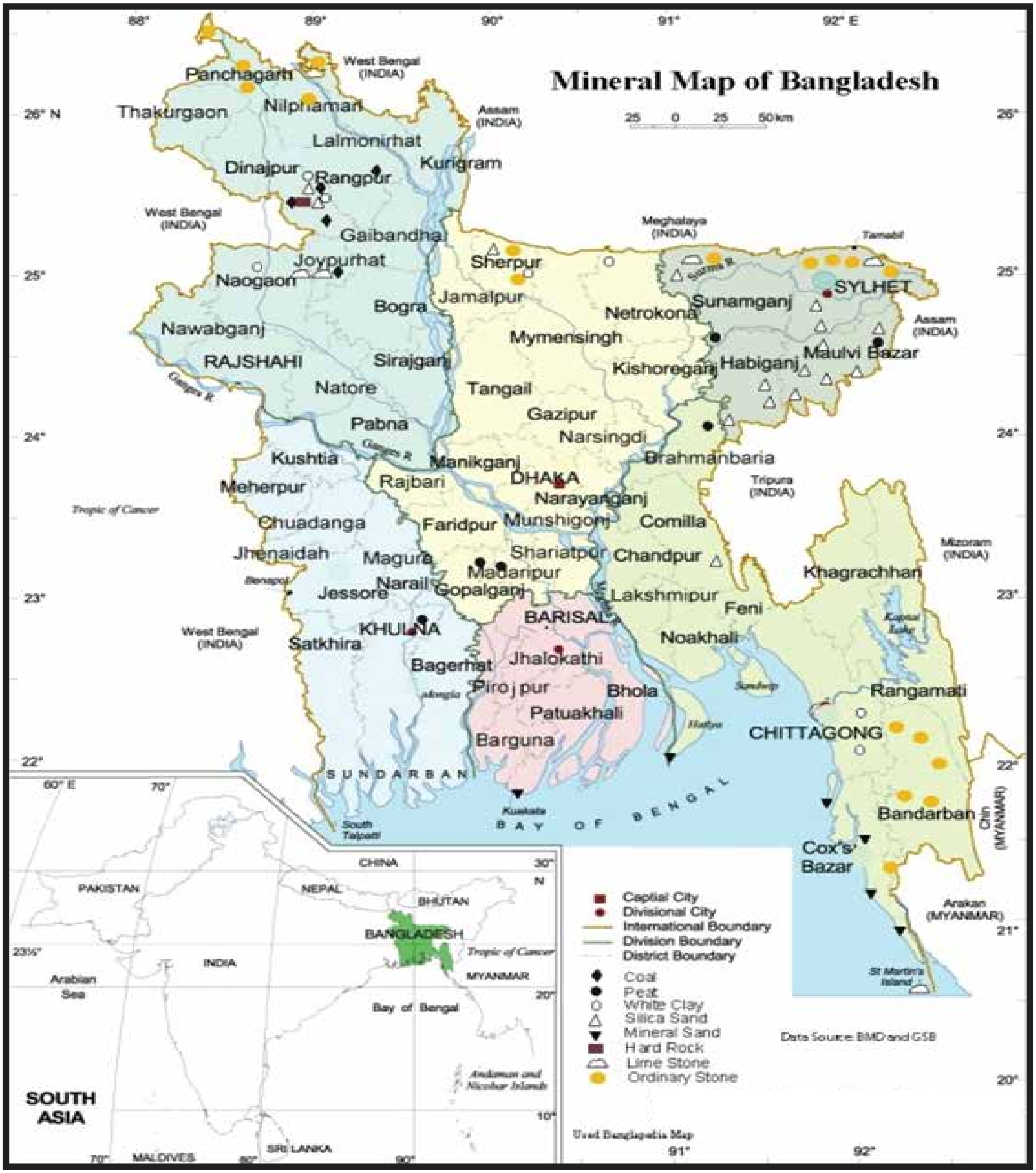

চিত্র: মানচিত্রে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ।

৯.১ কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ মিলিয়ন টন যা, প্রায় ৭৮ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাসের সমতুল্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে উৎপাদিত কয়লায় সালফারের পরিমাণ অতি সামান্য (০.৫৩%) থাকায় এবং তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় (১১০৪০কিউবিক/পাউন্ড) তা উন্নতমানের কয়লা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৯.১.১ দেশের ০৫ (পাঁচ) টি কয়লাক্ষেত্রের নাম ও আনুমানিক মজুদ

কয়লাক্ষেত্রের নাম	আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের সন	গভীরতা (মিটার)	মজুদ(মি. টন)
বড়পুরিয়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৮৫	১১৭-৫০৬	৩৮৯
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	১৫০
খালাশপীর, রংপুর	জিএসবি ১৯৮৯	২৯৭-৪৮২	৬৮৫
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনরেলস ১৯৯৭	১৫০-২৪০	৩৮৭
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	জিএসবি ১৯৫৯	৬৪০-১১৫৮	১০৫৪

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি) এর অনুকূলে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা উত্তোলনের জন্য ১০ জুলাই' ১৯৯৪ খ্রি. তারিখে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে উক্ত কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে (Under Ground Mining Process) কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে এবং উত্তোলিত কয়লা দ্বারা কয়লা খনি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ উৎপাদিত কয়লা বিক্রি করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

চিত্রঃ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক উত্তোলিত কয়লা

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে ২১.১২.২০০৮ খ্রি.তারিখে অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অনুসন্ধান কার্যক্রমের অধিকতর উন্নয়ন এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার সাথে সম্পাদিত উক্ত অনুসন্ধান চুক্তি ২১.১০.২০১৫ খ্রি. তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুসন্ধান লাইসেন্সের মেয়াদ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বিসিএমসিএল কর্তৃক কয়লা ক্ষেত্রটির অনুসন্ধানকল্পে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯.২ পিট

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার চান্দা-বাঘিয়া বিল, খুলনা জেলার কোলামৌজা, মৌলভীবাজার জেলার চাতালবিল, হাকালুকি হাওরসহ সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিজয় নগর উপজেলায় পিট কয়লার ব্যাপক মজুদ রয়েছে। জ্বালানি হিসাবে গৃহস্থালী কাজে, ইট ভাটা, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সহায়ক জ্বালানি হিসেবে পিট কয়লা ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী এ সমস্ত এলাকায় পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন।

চিত্র: পিট

৯.৩ কঠিন শিলা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১২৮ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের ২৫০ কোটি বছরের অতি পুরাতন ভিত্তি/কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে বিএমডি গত ১১ জুলাই, ১৯৯৪ খ্রি. তারিখে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুর করেছে। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) কর্তৃক প্রথমে খনি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত সহজাত হিসেবে এবং অক্টোবর/২০০৬ পর্যন্ত Trial/Testing Production এর আওতায় কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে/২০০৭ হতে বণিজ্যিকভাবে কঠিন শিলা উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে।

উত্তোলিত কঠিন শিলা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখাসহ সরকারি রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কঠিন শিলা দেশের রাস্তা-ঘাট, অবকাঠামোসহ রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

চিত্রঃ মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির স্টকইয়ার্ড

৯.৪ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর

দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর অন্যতম। সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও পার্বত্য জেলা বান্দরবান এর সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমির পাথর সমৃদ্ধ এলাকাসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে চিহ্নিত করা হয়। জিএসবি কর্তৃক চিহ্নত এলাকাসমূহকে পরবর্তীতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে যা ১৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে এবং নীলফামারী জেলায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতেও পাথরের ব্যাপক মজুদ রয়েছে।

৯.৪.১ গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৮	৯১৪.৯৩
সুনামগঞ্জ	০২	৩০৩.৩১
পঞ্চগড়	১৯	৭১৬.৪০
লালমনিরহাট	১১	৩২.০২
পার্বত্য জেলা বান্দরবান	১০	-
সর্বমোট	৫০	১৯৬৬.৬৬

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী গেজেটভুক্ত সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। কোয়ারি এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সর্বোপরি পরিবেশবাদীদের মামলার বিষয় বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদান না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭ এ পাথর কোয়ারি ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পাথর কোয়ারি থেকে দুই বছর অন্তর অন্তর এক বছরের জন্য পাথর

উত্তোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৪২৫ বাংলা সন মেয়াদে সিলেট জেলার পাথর কোয়ারিসমূহ ইজারা সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত বিভিন্ন রিট পিটিশন এ মাননীয় আদালতের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিত ভোলাগঞ্জ, জাফলং ও বিছনাকান্দি বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি হতে উত্তোলিত পাথর থেকে জেলা প্রশাসক, সিলেক কর্তৃক খাস আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাধীন ফাজিলপুর বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে ১৪২৫-২৬ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক খনিমুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্য সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ১১ তম তফসিল মোতাবেক খনি মুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্যের ১০% হারে রয়্যালটি আদায়ের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪.৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩.৮ টাকা হারে সরকার রয়্যালটি পেয়ে থাকে।

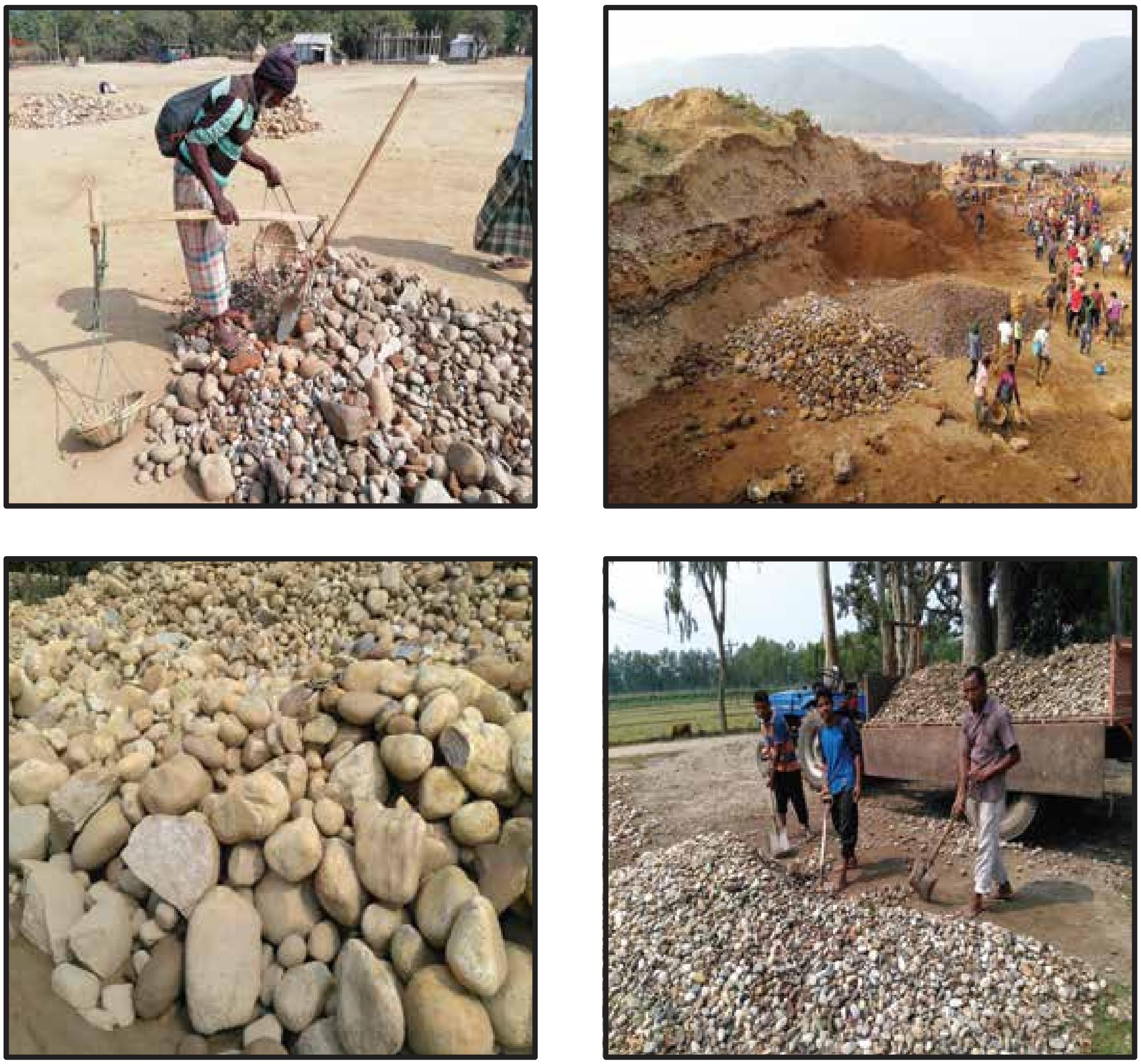

চিত্র: সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি হতে পাথর উত্তোলন ও অপসারণ

৯.৫ সিলিকা বালু

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ২(২৫) অনুযায়ী যে সমস্ত বালুতে ৯০% এর অধিক সিলিকন-ডাই-অক্সাইড ($SiO2$) রয়েছে সে বালুকে 'সিলিকা বালু' বলা হয়। সিলিকা বালু গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়। খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সিলিকা বালু একটি অন্যতম খনিজ সম্পদ। দেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আলোকে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ জিএসবি কর্তৃক জরিপ কার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যা ২৭ জুন, ২০১৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও উল্লেখিত জেলাসমূহে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে সিলিকাবালুর ব্যাপক মজুদ রয়েছে।

৯.৫.১ গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৩	১০.৭৬
মৌলভীবাজার	৫২	১১৪.১১
হবিগঞ্জ	২৩	২০৭.৪১
সর্বমোট	৭৮	৩৩২.২৮

প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে এবং স্থানীয় পাহাড়ি ঢলের দ্বারা কোয়ারিসমূহে যে বালুর সঞ্চায়ন ঘটে তা ইজারাদারগণ ইজারাকৃত সময়ে অপসারণ করে থাকেন। তাই সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহে বালুর প্রকৃত মজুদ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ খনিজ সম্পদ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ১৪২১-১৪২২ বাংলা সন হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪২১-১৪২২ বাংলা সনে খাস খতিয়ানভুক্ত ৩৪টি সিলিকা বালু কোয়ারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত ১৬টি সিলিকা বালু কোয়ারিসহ সর্বমোট ৫০ টি কোয়ারি ইজারা প্রদান করে বিএমডি প্রায় ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

পরবর্তীতে দ্বিতীয় ধাপে ১৪২৩-১৪২৪ বাংলাসন মেয়াদে ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হলে মৌলভীবাজার জেলার সদর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলার পাহাড়ী ছড়াসমূহ পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ ছাড়াই ইজারা প্রদানের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (BELA) কর্তৃক রিট পিটিশন নং- ২৯৪৮/২০১৬ দায়ের করলে মাননীয় আদালত অন্তবর্তীকালীন আদেশে গেজেটভুক্ত (সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সিলিকা বালু সমৃদ্ধ কোয়ারি এলাকা) সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের উপর Injunction জারি করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গেজেটভুক্ত কোয়ারিসমুহ পরবর্তী মেয়াদে ইজারা প্রদান বন্ধ রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হবিগঞ্জ জেলায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে দু'টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: সিলিকা বালু উত্তোলন ও পরিবহন

৯.৬ সাদামাটি

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(খ) (অ) এর বিধানমতে সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত ক্লে বা সাদামাটি/চিনামাটি (White Clay/China Clay) একটি খনিজ সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আলোকে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণ মনিটরিং করে।

৯.৬.১ গেজেটভুক্ত সাদামাটি কোয়ারি

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
নেত্রকোনা	১০	২২২.২৬
ময়মনসিংহ	০৪	৪৫.৮৩
শেরপুর	০২	৪২.১৪
সর্বমোট	১৬	৩১০.২৩

সাদামাটি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের নিরীখে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ তৈজসপত্র, সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্রেক্টরী, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সাদামাটিতে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, টিটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানসমূহ রয়েছে। মনিকতাত্ত্বিক (Mineralogical) দিক দিয়ে সাদামাটি/চিনামাটির মূল মনিক কেওলিনাইট (Kaolinite)। প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ব্যবহারের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাদামাটি'র আর্থিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এলাকার পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে পাললিক শিলাস্তর (Sedimentary Rock) এ বিদ্যমান এ সাদামাটি দেশের খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় সাদামাটি পাওয়া যায়।

নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় বিভিন্ন মৌজায় সাদামাটির কোয়ারি এলাকায় যে সাদামাটি পাওয়া যায় সে সব সাদামাটির গুণগতমান মোটামুটি ভাল। নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ১০ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে এবং ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ৪টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলো কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করে যে ''সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে''। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিএমডি কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। ইজারাগ্রহীতাগণ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন করেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় ইজারাগ্রহীতাগণ আলাদা আলাদা ভাবে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। বিএমডি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ৫ (পাঁচ) টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে এবং কোর্টের আদেশ ছাড়া সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরিসহ (বিআইএসএফ) মোট ৬ (ছয়) টি প্রতিষ্ঠান সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। কিন্তু গত ১৫ মার্চ ২০১৬ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৩৭৩/২০১৫ দায়ের করে। উক্ত রিট পিটিশনের আদেশে বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় সাদামাটির কোয়ারি কার্যক্রম বন্ধ আছে। এছাড়া, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ১ (এক) টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় কোর্টের আদেশ ব্যতীত সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি (বিআইএসএফ) কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছিল।

চিত্র: সাদামাটি কোয়ারি

চিত্র: সাদামাটি উত্তোলন ও প্যাকিংয়ে নিয়োজিত শ্রমিক

চিত্র: উত্তোলিত সাদামাটির স্তূপ

৯.৭ খনিজ বালু

আমাদের দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী, পটুয়াখালী, ভোলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান। এ জাতীয় খনিজ বালু অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর বহুবিধ ব্যবহার বিদ্যমান। এ খনিজ বালু সাবান, ঔষধ শিল্পে মসৃন ও চকচকে করার কাজে ব্যবহৃত হয়। জিরকন আণবিক/পারমাণবিক চুলীর আবরণে ব্যবহৃত হয়। তাপ ও ক্ষয়রোধক কম্পিউটার ডিস্ক, লাইন প্রিন্টার, বৈদ্যুতিক মটর, আণবিক/পারমাণবিক চুলীর প্রলেপ, টেলিভিশন টিউবসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হয়। এ সকল খনিজ বালু নিয়ে এখন পর্যন্ত উলেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন খনিজ বালুর উপস্থিতি নিশ্চিত করলেও এসব খনিজ বালুর মাত্রা, বিভিন্ন খনিজ বালুর অনুপাত, এলাকা চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের উপর এর প্রভাব, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কোন সমীক্ষা করা হয়নি।

১০.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারি গেজেটভুক্ত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে কোয়ারি ইজারা প্রদানের তথ্য

ক্রমিক নং	খনিজের নাম	সরকারি গেজেটভুক্ত কোয়ারির সংখ্যা	ব্যক্তি মালিকানাধীন কোয়ারির সংখ্যা	মন্তব্য
১	সাধারণ পাথর/ বালু মিশ্রিত পাথর	২	-	সরকারি সিদ্ধান্তে সকল পাথর কোয়ারি এবং রিট পিটিশন নং-২৯৪৮/২০১৬ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশের কারণে গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান বন্ধ থাকায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত ইজারার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।
২	সিলিকা বালু	-	২	
৩	সাদামাটি	-	-	
৪	মোট	২	২	

চিত্র: সরকারি পর্যায়ে পালিত/উদযাপিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিএমডি'র অংশগ্রহণ

১১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট এবং ব্যয় বিবরণী

৪২৪১-খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	ব্যয়
৪৫০০	**অফিসারদের বেতন :**			
৪৫০১	অফিসারদের বেতন :	২১,৩৮	২১,৩৫	২১,৩১
৪৬০০	**প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন :**			
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন:	১০,২৫	১০,১০	৯,২৩
৪৭০০	**ভাতাদি:**			
৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা:	১৪,৫২	১৩,৮০	১৩,২৮
৪৭০৯	**শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা:**	১,৫০	৯৯	১,১১
৪৭১৩	উৎসব ভাতা:	৫,২০	৫,১৯	৫,১৯
৪৭১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা:	৫৩	৫৪	৫২
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা:	১,৬২	১,৬২	১,৫৬
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা:	৩	৩	৩
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা:	১০	১০	৭
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা:	১৫	১৫	১৩
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা:	৮০	৬০	৫৫
৪৭৯৪	মোবাইল/সেলুলার টেলিফোন ভাতা:	১০	১০	৮
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা:	২০	২০	২০
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
৪৮০১	**ভ্রমণ ব্যয়:**	৮,০০	৮,০০	৪,৪২
৪৮০৪	আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান:	১৪,০০	৪,৮০	৪,১৮
৪৮১৫	ডাক:	২০	১০	১০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার:	১,৫০	১,০০	৮৭
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট:	২,২৫	১,৫০	১,৪৮

৪২৪১-খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো

অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	ব্যায়
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী:	২,১৭	২,১৮	১,২৬
*৪৮৩৩	প্রচার বিজ্ঞাপণ:	২,০০	২,৮০	২,৬৯
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়:	২০,০০	১৪,০০	৯,৬৪
৪৮৭৭	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	০	১,০০	১,০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়:	১০,০০	২,০০	০
৪৮৮৪	পরীক্ষা ফি/পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়:	২০,০০	২৮,০০	২২,৭২
৪৮৯৩	হায়ারিং চার্জ:	১১,০০	৯,৬০	৯,৬০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়:	৩,০০	৫,০০	৪,৯৯
৪৯০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ:**			
৪৯০১	মোটর যানবাহন:	১,৫০	১,০০	৯৩
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:	১,০০	৭৫,০০	২৫
৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম:	১,০০	৫০	৭
৪৯২১	অফিস ভবন:	১,০০	১,০০	১,০০
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ:	১,০০	১,০০	১০
৬৮০০	**অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়** **সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়:**			
** ৬৮০৭	মোটর যান:	৪০,০০	৫০,০০	৪৯,৯৩
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম:	৩,০০	৩,০০	২,৫৬
* ৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ:	২,০০	২,০০	১,৯৯
* ৬৮২১	আসবাবপত্র:	৪,০০	২,০০	২,০০

১২.০ খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন বন্ধে (বিএমডি) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১২.১ সিলিকা বালু কোয়ারিতে পরিচালিত অভিযান

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন/আহরণ বন্ধে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারি হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত আনুমানিক ২,৬৭,০০০ ঘনফুট সিলিকা বালু জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সিলিকা বালুর ৬৭,০০০ ঘনফুট উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে ৭,৭৪,৬০০ (সাত লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত) টাকা চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার হলহলিয়া মৌজায় জব্দকৃত ২,০০,০০০ ঘনফুট সিলিকা বালু উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় না হওয়ায় তা স্থানীয় ইউপি সদস্যের জিম্মায় রাখা হয়েছে যা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পরবর্তীতে উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করা হবে। এছাড়া, অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: অবৈধ উত্তোলনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ধ্বংস এবং অবৈধভাবে উত্তোলিত সিলিকা বালু জব্দ করে নিলামে বিক্রয়

১২.২ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিতে পরিচালিত অভিযান

সিলেট জেলার জাফলং এবং বিছানাকান্দি বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি এলাকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত আনুমানিক ৮০০০ ঘনফুট পাথর জব্দ করে ৩,১৭,৫০০/- (তিন লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত) টাকায় উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রিত অর্থ চালানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: অবৈধভাবে উত্তোলিত পাথর জব্দ করে উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয়।

১৩.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Managment System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১১ জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষর হয়। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বিএমডি'র স্কোর ৮৮.২৩%।

চিত্র: ১১ জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর এবং হস্তান্তর

১৪.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩		কলাম-৪	কলাম-৫					কলাম-৬		
					লক্ষ্যমাত্রার মান (২০১৭-২০১৮) (Target Value (2017-18)					অর্জন (Achievement)	খসড়া স্কোর (Raw score)	ওয়েটেড খসড়া স্কোর (Weighted raw score)
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)			
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১: খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা।	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১৫	১০	৯	৮	৭	৬	৬ *	৪০	৬
কৌশলগত উদ্দেশ্য- ২: খনিজ সম্পদের রয়্যালটি ও সরকারি অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়	মজুদ নির্ণয়, মূল্য নির্ধারণ ও রয়্যালটি নির্ধারণ	মজুদ নির্ণয়, মূল্য নির্ধারণ ও রয়্যালটি নির্ধারণকৃত	কোটি টাকা	৪০	২৫	২২.৫০	২০	১৭.৫০	১৫	১০৩.৪২ **	১০০	৪০
কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩: খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন রোধ	সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়নকৃত	সংখ্যা	২৫	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২২	১০০	২৫
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য												
	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বি	তারিখ	০.৫	১৯ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৬ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল	০৩ এপ্রিল দাখিলকৃত	১০০	০.৫০

দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৯ এপ্রিল	২৩ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল	২৬ এপ্রিল	২৭ এপ্রিল	০৩ এপ্রিল দাখিলকৃত	১০০	০.৫০
	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৬ জুন	১৮ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	১২ জুন স্বাক্ষরিত	১০০	১
	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	১৯ জুলাই	২০ জুলাই	২৩ জুলাই	০৯ জুলাই দাখিলকৃত	১০০	১
	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	-	-	-	৪	১০০	০.৫০
	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৪ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	১৮ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	২২ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি দাখিলকৃত	১০০	১
কর্মপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪০	১০০	১
	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	০.৫০
	পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	১০০	০.৫০
	সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০	১
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬৫	৬০	১০০	১০০	১

	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	১০০	১০০	১
	দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালু করা	কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-	০	০	০
	দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ৩ টি করে সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	কমপক্ষে ৩ টি করে সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ মার্চ	-	০	০	০
	দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP - সমূহের ডাটাবেস প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	৪ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	৪ জানুয়ারি	৩১ জানুয়ারি	৪ জানুয়ারি	১০০	১
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP - রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	-	২৫	-	১
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২১.৪৩	৪২.৮৬	০.৪৩
	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	০.৫	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল	২৬ ফেব্রুয়ারি	৮০	০.৪০
		অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	০.৫	১ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল	২৬ ফেব্রুয়ারি	৮০	০.৪০
	দপ্তর/সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর	০৯ অক্টোবর	১০০	১
	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়*	জনঘণ্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬৩.৯০	১০০	১

দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৩ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-	০৫ জুলাই দাখিলকৃত	১০০	০.৫০
		নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	৪	৩	-	-	-	৪	১০০	০.৫০
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৮৫	১০০	১০০	০.৫০
	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	১০০	১০০	০.৫০
	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১৪ ডিসেম্বর	১৫ অক্টোবর প্রকাশিত	১০০	১
মোট অর্জন (Composite Score)												৮৮.২৩

* সরকারি সিদ্ধান্তে সকল পাথর কোয়ারি এবং রিট পিটিশন নং- ২৯৪৮/২০১৬ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশের কারণে গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান বন্ধ থাকায় কৌশলগত উদ্দেশ্য-১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।

** কয়লা উত্তোলনে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন হওয়ায় অধিক কয়লা উত্তোলন এবং বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ফলে কৌশলগত উদ্দেশ্য-২ এর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক রাজস্ব আদায় হয়েছে।

১৫.০ উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-১৮

ক্রমিক নম্বর	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহিতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল	দলনেতা/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল	পরিমাপ
১	ডিজিটাল হাজিরা	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	ইনোভেশন কমিটি	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতসহ কার্যসম্পাদনে সহায়ক হবে।	ডিজিটাল হাজিরা ব্যবহার
২	থিংকিং ক্যাফে	ডিসেম্বর, ২০১৭	ইনোভেশন কমিটি	নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হবে, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে, Horizontal Learning এর প্রসার ঘটবে।	বৈঠকের সংখ্যা (প্রতি সপ্তাহে এক দিন, এক ঘণ্টা করে)
৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র নিজস্ব লোগো	মার্চ, ২০১৮	ইনোভেশন কমিটি	লোগো প্রণয়ন করা হলে বিএমডি'র পরিচিতি প্রসার লাভ করবে।	লোগো তৈরী
৪	সিসি টিভি সংস্থাপন	জুন, ২০১৮	ইনোভেশন কমিটি	সিসি টিভি স্থাপনের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	সিসি টিভি স্থাপন

১৬.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

১৬.১ বিএমডি'র নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর নিজস্ব কোন কার্যালয় ছিলনা। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকাস্থ ভূতত্ত্ব ভবনের নবনির্মিত এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের ৭ম তলায় বিএমডি'র নিজস্ব দাপ্তরিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব মো: নাজিমউদ্দিন চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে বিএমডি'র নিজস্ব কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন

১৬.২ বিএমডি'র কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএমডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিগত অর্থবছরে (১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (২) অফিস ব্যবস্থাপনা (৩) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ (৪) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ (৫) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ (৬) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ (৭) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (৮) সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়মাবলি ইত্যাদি বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বিএমডি'র ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

১৬.৩ বিএমডি কার্যালয় পরিদর্শন/সৌজন্য সাক্ষাত

চিত্র: বিএমডি কার্যালয় পরিদর্শনের সময় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনিমসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা

চিত্র: প্রিমিয়ার মিনারেলস লি. এবং এভারলাস্ট মিনারেলস লি. এর প্রতিনিধিগণের সৌজন্য সাক্ষাত

১৭.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অন্যান্য অর্জন

(১) রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬২.০০১০ কোটি (বাষট্টি কোটি দশ হাজার) টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ১০৩.৪২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে ৪১.৪২ (একচল্লিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা বেশি;
(২) খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন/আহরণ বন্ধে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে উত্তোলিত সিলিকা বালু ও পাথর জব্দ এবং জব্দকৃত সিলিকা বালু ও পাথর উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রিত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
(৩) সেবাগ্রহীতা ও দর্শনার্থীদের সহায়তার জন্য ''হেল্প ডেস্ক'' স্থাপন করা হয়েছে;
(৪) দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতা ও দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার স্থাপন ও সুপেয় পানি পানের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে;
(৫) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের প্রবেশগম্যতা ও উপযোগী টয়লেট সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
(৬) দাপ্তরিক নিরাপত্তা জোরদারকরণে দপ্তরে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে দপ্তরে ইন্টারকম স্থাপন করা হয়েছে;
(৭) দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে;
(৮) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীর ৫টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং
(৯) দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৮.০ বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের আয় ও ব্যয়ের চিত্র (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৩-১৪	৪৭.২৮	০.২৫
২০১৪-১৫	৩৮.৬২	০.৪৪
২০১৫-১৬	৪৮.৫০	০.৪৫
২০১৬-১৭	৩৫.৪১	০.৭১
২০১৭-১৮	১০৩.৪২	১.৭৫
মোট	২৭৩.২৩	৩.৬০

১৯.০ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ

১৯.১ প্রধান সমস্যা:

(ক) প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট।
(খ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্টতা।
(গ) ব্যুরোর কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা থাকায় কাজের দীর্ঘসূত্রিতা।
(ঘ) মামলার দীর্ঘসূত্রিতা।

১৯.২ চ্যালেঞ্জ:

(ক) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর নিয়োগবিধি, ২০১৪ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা।
(খ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ হালনাগাদ করা।

২০.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনুমোদনহীন বা অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের বিরুদ্ধে নিয়মিত এবং দ্রুত অভিযান পরিচালনা ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ বিএমডি'র একটি চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ। বিএমডি'র সেবাসমূহকে অধিকতর জনবান্ধব, সেবামুখী, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, কোয়ারি ও খনি ইজারা প্রদান প্রক্রিয়াকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমডি'র ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

(ক) লোকবল সংকট দূরীকরণে শুন্য পদে জনবল নিয়োগসহ বিএমডি'র মোট জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ ।
(খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিএমডি'র দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্ঠতা দূরীকরণ।
(ঘ) সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান অব্যাহত রেখে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখা।

২১.০ উপসংহার

বিএমডি'র ১৯৮৪ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১৯৮৪ সাল হতে মোট জনবল ছিল মাত্র ০৮ জন। খনি ও খনিজ সম্পদ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বিএমডি'র কার্যক্রম অনেকগুণ বৃদ্ধি হলেও জনবল বৃদ্ধি না হওয়ায় ব্যুরোর কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বিএমডি'র কার্যক্রমের তুলনায় জনবল অত্যন্ত কম হওয়ায় বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান সরকার বিএমডি'র দপ্তর প্রধান পরিচালক পদটিকে মহাপরিচালক পদে উন্নীত করেছে এবং ৩০(ত্রিশ) টি নতুন পদ সৃজন করেছে। নতুন সৃজিত ৩০ (ত্রিশ) টি পদ এবং পূর্বের ০৮ (আট) টি পদসহ মোট ৩৮ (আটত্রিশ) টি পদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগ বিধি মোতাবেক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের খনিজ সম্পদ এলাকা চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশ করাসহ এ সকল এলাকায় ইজারা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বিগত অর্থবছরে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বমোট ১০৩,৪২,২৪,০০০/- (একশত তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

চিত্র: খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র পরিচালকের সাথে কর্মকর্তাদের পর্যালোচনা সভা

চিত্র: খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা
www.facebook.com/emrdbmd